সূরা ১০৬ ঃ কুরাইশ, মাক্কী

(আয়াত ৪, রুকূ ১)

١٠٦ – سورة قريش، مَكِّيَّةٌ

(اٰيَاتُهَا : ٤، رُكُوْعَاتُهَا : ١)

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।	بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ.
(১) যেহেতু কুরাইশের আসক্তি আছে,	١. لِإِيلَٰفِ قُرَيْشٍ
(২) আসক্তি আছে তাদের শীত ও গ্রীস্ম সফরের,	٢. إِۦلَٰفِهِمْ رِحْلَةَ ٱلشِّتَآءِ وَٱلصَّيْفِ
(৩) অতএব তারা ইবাদাত করুক এই গৃহের রবের,	٣. فَلْيَعْبُدُوا۟ رَبَّ هَٰذَا ٱلْبَيْتِ
(৪) যিনি তাদেরকে ক্ষুধায় আহার্য দান করেছেন এবং ভয় হতে তাদেরকে নিরাপদ করেছেন।	٤. ٱلَّذِىٓ أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَءَامَنَهُم مِّنْ خَوْفٍۭ

এ সূরাটিকে সূরা ফীল হতে পৃথকভাবে বিন্যস্ত করা হয়েছে। উভয় সূরার মধ্যে بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ দ্বারা পার্থক্য সৃষ্টি করা হয়েছে। বিষয়বস্তুর দিক থেকে এ সূরাটিও সূরা 'ফীল' এরই অনুরূপ। মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসহাক (রহঃ), আবদুর রাহমান ইব্‌ন যায়িদ ইব্‌ন আসলাম (রহঃ) প্রমুখ বিজ্ঞজন যে ব্যাখ্যা করেছেন তাতে বলা হয়েছে ঃ আমি মাক্কা হতে হাতীদের ফিরিয়ে রেখেছি এবং হাতী ওয়ালাদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছি। কুরাইশদেরকে সান্ত্বনা দেয়ার জন্য এবং শান্তিপূর্ণভাবে মাক্কায় সহঅবস্থানের জন্যও এ সূরার বক্তব্য উপস্থাপিত হয়েছে এরূপ ব্যাখ্যাও করা হয়েছে। আবার এই অর্থও লিখিত হয়েছে যে, শীত-গ্রীষ্ম যে কোন

ঋতুতে কুরাইশরা দূর দূরান্তে যেমন ইয়ামান ও সিরিয়ায় শান্তিপূর্ণভাবে ব্যবসায়িক সফর করত। কেননা মাক্কার মত সম্মানিত শহরে বসবাস করার কারণে সবাই তাদের সম্মান করত। তাদের সঙ্গে যারা থাকত তারাও শান্তি পূর্ণভাবে ও সম্মানের সাথে সফর করতে সক্ষম হত। একইভাবে নিজ দেশেও তারা সর্বপ্রকার নিরাপত্তা ও সুযোগ-সুবিধা লাভ করত। যেমন কুরআনের অন্য এক আয়াতে রয়েছে ঃ

أَوَلَمْ يَرَوْا۟ أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا ءَامِنًا وَيُتَخَطَّفُ ٱلنَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ

তারা কি দেখেনা যে, আমি হারামকে নিরাপদ স্থান করেছি, অথচ এর চতুস্পার্শ্বে যে সব মানুষ আছে তাদের উপর হামলা করা হয়। (সূরা আনকাবূত, ২৯ ঃ ৬৭) কিন্তু সেখানে যারা অবস্থান করে তারা সম্পূর্ণ নির্ভয় ও নিশ্চিন্ত থাকে।

ইমাম ইব্‌ন জারীর (রহঃ) বলেন যে, إِيلَافِ এর মধ্যে প্রথম যে لَام টি রয়েছে ওটা বিস্ময় প্রকাশক لَام এবং উভয় সূরা অর্থাৎ সূরা ফীল এবং সূরা লিঈলাফি কুরাইশ সম্পূর্ণ পৃথক। এ ব্যাপারে মুসলিমদের ইজমা রয়েছে।

আল্লাহ তা'আলা কুরাইশদের প্রতি তাঁর নি'আমাতের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলছেন ঃ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ এই গৃহের মালিকের ইবাদাত করা তাদের উচিত, যিনি তাদেরকে ক্ষুধায় আহার দিয়েছেন এবং ভয়-ভীতি হতে তাদেরকে নিরাপত্তা দান করেছেন। যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্য জায়গায় বলেন ঃ

إِنَّمَآ أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَـٰذِهِ ٱلْبَلْدَةِ ٱلَّذِى حَرَّمَهَا وَلَهُۥ كُلُّ شَىْءٍ ۖ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ

(হে নাবী, তুমি বল ঃ) 'আমি তো আদিষ্ট হয়েছি এই নগরীর রবের ইবাদাত করতে, যিনি একে করেছেন সম্মানিত। সব কিছু তাঁরই। আমি আরও আদিষ্ট হয়েছি যেন আমি আত্মসমর্পনকারীদের অন্তর্ভুক্ত হই। (সূরা নামল, ২৭ ঃ ৯১) সুতরাং আল্লাহ তা'আলা বলছেন ঃ যিনি ক্ষুধায় আহার্য

দিয়েছেন এবং ভয়ভীতি থেকে নিরাপত্তা দান করেছেন তাঁর ইবাদাত কর এবং ছোট বড় কোন কিছুকে তাঁর অংশীদার করনা। আল্লাহ তা'আলার এ আদেশ যে পালন করবে আল্লাহ তাকে দুনিয়ায় ও আখিরাতে সুখে-শান্তিতে কালাতিপাত করাবেন। পক্ষান্তরে তাঁর অবাধ্যাচরণ যে করবে তার ইহকালের শান্তিকেও অশান্তিতে পরিণত করা হবে এবং আখিরাতেও সে শান্তির পরিবর্তে ভয়ভীতি ও হতাশার সম্মুখীন হবে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ ءَامِنَةً مُّطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ ٱللَّهِ فَأَذَٰقَهَا ٱللَّهُ لِبَاسَ ٱلْجُوعِ وَٱلْخَوْفِ بِمَا كَانُوا۟ يَصْنَعُونَ. وَلَقَدْ جَآءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ ٱلْعَذَابُ وَهُمْ ظَٰلِمُونَ

আল্লাহ দৃষ্টান্ত দিচ্ছেন এক জনপদের যা ছিল নিরাপদ ও নিশ্চিন্ত, যেখানে আসত সব দিক হতে প্রচুর জীবনোপকরণ; অতঃপর ওরা আল্লাহর অনুগ্রহ অস্বীকার করল; ফলে তাদের কৃতকর্মের কারণে আল্লাহ তাদেরকে আস্বাদ গ্রহণ করালেন ক্ষুধা ও ভীতির। তাদের নিকট তো এসেছিল এক রাসূল তাদেরই মধ্য হতে, কিন্তু তারা তাকে অস্বীকার করেছিল; ফলে সীমা লংঘন করা অবস্থায় শাস্তি তাদেরকে গ্রাস করল। (সূরা নাহল, ১৬ ঃ ১১২-১১৩)

সূরা কুরাইশ এর তাফসীর সমাপ্ত।